সংবাদ

তারিখ 20 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

সত্য যে কঠিন

গত দুই দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাণ্ডব স্রষ্টাদের বিচার চাই?

মমতাজ লতিফ

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারকৃত যে দশজন শিক্ষক স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখে সুনাম অর্জন করেছিলেন, যাদের জোট আমলে পাকিস্তানি কায়দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনার প্রতিবাদ মিছিলে দেখা গেছে, যাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে দেখা গেছে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন; যাদের নব্বইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আজকের প্রেসিডেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তদানীন্তন সভাপতি ইয়াজউদ্দিন সাহেবের পাশে দেখা গিয়েছিল; প্রকৃতপক্ষে যারা জাতির সব দুর্যোগে, সংখ্যালঘুর ওপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বার বার জাতির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তারা যে আর যাই হোক ভাঙচুর ও সম্পদে গাড়ি বাড়িতে আগুন দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ ক্ষতির জন্য শিক্ষার্থীদের উস্কানি দিতে পারেন– তা তাদের দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবন দেখে কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। উপরন্তু সরকারের গঠিত তদন্ত কমিশন প্রধানও ধৃত শিক্ষকদের এসব ভ্যাণ্ডালিজমে জড়িত থাকার বা উস্কানি দেয়ার কোন প্রমাণ পাননি। তবে জাতি এর মধ্যে স্তম্ভিত হয়েছে এই দেখে যে, যেখানে সেনাক্যাম্প থেকে সাদা পোশাকে সেনা সদস্যের ছাত্রদের মধ্যে বচসা এবং বিতর্ক শুরু করাকে সেনা নিয়মবহির্ভূত এবং একটি পরিকল্পিত উস্কানিমূলক কাজ ছিল কি-না, তা তদন্ত করা হচ্ছে কি-না দেখতে চাইছে, যখন অবিশ্বাস্যভাবে শিক্ষকরা 'রিমান্ডে' গেছেন, জেলে আটক আছেন, তখন ক্যাম্প প্রধানকে পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো! আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এটা কি করে সম্ভব। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, তদন্ত কমিশন কাজ করছে, আসল ঘটনাও উদ্ঘাটন হয়নি, এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব? তদন্ত কমিশন নিশ্চয় ২১ তারিখের সেনা ও শিক্ষকদের মধ্যকার সভা, সভার বক্তব্য, বিতর্ককেও তার তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, ওই সভার আলোচনা এবং ঘটনার সূত্রপাতের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল কি না, তা পরীক্ষা করা দরকার বলে অনেকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে– শিক্ষকরা কনভিক্টেড না হয়েও জামিন না পেয়ে 'দণ্ড' ভোগ করছেন, বিপরীতে কেউ কেউ পুরস্কৃত হলেন! সরকারকে এ বিষয়গুলো গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

এরই সঙ্গে সরকারকে বিগত দুই দশক ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকেও জামায়াত ও শিবিরপন্থি শিক্ষক-ছাত্র দ্বারা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, বোমাবাজি, দা-কিরিচের দ্বারা প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্রকে খুন-জখম, হলগুলোতে বাধ্যতামূলক শিবিরের সদস্য হওয়া, না হলে সিট বরাদ্দ নিষিদ্ধকরণ, শিবির না হলে ভর্তি বাতিল বা ভর্তি পরীক্ষায় বাধা দান, হলগুলোতে সশস্ত্র আক্রমণ ও ছাত্রদের জিম্মি করে রাখা, জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের শিবিরপন্থি ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন ফাঁস করা, উত্তরপত্রে বেশি নম্বর দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস দেয়া যাতে সে পরে শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রবেশ করতে পারে এবং জামায়াতের রাজনীতির সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে ডিন পদে, শিক্ষক সমিতির পদ, সবশেষে উপ-উপাচার্য পদ এবং উপাচার্য পদ দখল করতে পারবে ইত্যাদি হাজার হাজার দুর্বৃত্তায়িত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে তাদের সেসব দুর্বৃত্তায়িত ভ্যাণ্ডালিজম, জ্ঞান ও শিক্ষা, নীতিবোধ ও গণতন্ত্র বিরোধী অসংখ্য কর্মকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার করতে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ তারা একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার যারা সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অন্তত তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যে জামায়াতপন্থি শিক্ষক, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিবিরপন্থি ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত ওইসব ধর্মান্ধ ও জঙ্গি দলীয় রাজনীতির বর্বর ঘটনাবলির সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত শুরুর সময় উপস্থিত হয়েছে বলে জাতি মনে করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তো '৭১ মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার-আলবদরের লড়াই-এর কেন্দ্রস্থল গণ্য করা হলে কোন অত্যুক্তি হবে না। এখানে স্মর্তব্য যে, নব্বইয়ের দশকে শিবিরের হাতে অসংখ্য ছাত্রদল কর্মী হতাহত হলেও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদলের ঐকান্তিক অনুরোধেও রাজশাহীতে আহতদের দেখতে যাননি! জিয়া-খালেদা ও তারেকের বিএনপি যে জামায়াতেরই একটি পক্ষ তা এভাবে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। অথচ তারপরও কর্নেল অলি আহমদ খালেদা-তারেকের স্বেচ্ছাচার, তাদের হুকুমে গাছের পাতাও যে নড়ত না সে সময়টি দেখেও সে সময়ে মান্নান ভূঁইয়া কেন সাইফুরও মাথা নত রেখেছিল কেন তা জেনেও তা পুরোপুরি ভুলে গেছেন মনে হয় যখন তিনি বলেন, মান্নান-সাইফুররা খালেদাকে ভুলপথে পরিচালনা করেছিল বলে বিএনপির আজ এই অবস্থা! এই সেদিনও কি খালেদা তারেককে সৎ বলে বর্ণনা করা এবং তার মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে, বিএনপির ওপর আঘাত করার জন্য এ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা টেলিকনফারেন্সে আহ্বান জানাননি? গুজব আছে খালেদার আন্দোলনের আহ্বান, ছাত্রদল এব বিএনপিপন্থি নোয়াখালী অঞ্চলের শিক্ষকরা ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ২১, ২২-এর ঘটনা নেপথ্যে রয়েছে। এর মধ্যে সত্যতা আছে কি-ন তা তদন্ত কমিশন নিশ্চয় নিরীক্ষা করে দেখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এ ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ের স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকেই মনে করছে। শিক্ষকরা বিশেষত : প্রগতিশীল শিক্ষকরা সেনা-শিক্ষকদের ২১ তারিখের সভায় জরুরি অবস্থা তুলে নেয় দাবি করেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, সভায় দা জানানো আর দাবির জন্য ভ্যাণ্ডালিজম, ভাঙ্ করা পৃথক বিষয় নয় কি? কোন গোষ্ঠী কি এ দাবি জানানোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণ করতে ওই অছাত্র-অসাধারণ ক্যাডারদের দ্বা পরিকল্পিত একটি 'ভ্যাণ্ডালিজম' দেশের কয়েক জেলার অন্তত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক ঘটিয়েছিল? এ প্রশ্ন অনেকের। ২১-২২ তারিখে টিভি চ্যানেল দেখে কমপক্ষে চার পাঁচজন সন্দে প্রকাশ করেছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেং ছাত্র বিতর্ক থেকে এইভাবে এত বেশি নিখুঁত লক্ষ্যাভিমুখী ভ্যাণ্ডালিজম অসংগঠিত জনসাধা 'অসংগঠিত ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত হতে পা কি? যারা '৬৯ থেকে '৭১ দেখেছে, পরে '৮ '৮৭-'৯০ এর গণআন্দোলন দেখেছে তাদে অনেকেরই০ সন্দেহ ছিল আন্দোলন 'ভ্যাণ্ডালিজম' এবং এটি প্রগতিশীল শিক্ষ ছাত্রদের 'শিক্ষা' দিতে কোন সংগঠিত গোষ্ঠ দ্বারা আয়োজিত। 'ভ্যাণ্ডালিজম' এর ঘটনাগু এত বেশি মাপা ও সাজানো ছিল যে, এগুলো অনেকেই কৃত্রিম বলে সেদিন সন্দেহ করেছি এসব তথ্য সরকারের তদন্ত কমিশন উদ্ঘা করছে অবশ্যই– এ বিশ্বাস সবার।

প্রধান উপদেষ্টা এবং যৌথ বাহিনীর গুরু অপরাধ দমন টাস্কফোর্সকে অনুরোধ করব, ঢ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাজানো নাটক অভি হয়েছে কি-না? হলে তা কাদের প্রযোজনা? ব পরিচালনা করেছে? ঘটনায় প্রধান অভিনেত কারা? কারা এ ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কারা লাভবান হয়েছে? এসব অনুসন্ধান হ

এতি

সংবাদদাতা, বরিশাল

বেসরকারি এতিমখানাও
বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনা
দফায় দফায় পণ্যের মূ
এতিমদের জন্য বরাদ্দ বা
বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার
বরাদ্দ মাসে ৪০০ টাকা ম
আবার রান্নার কাজে নি
দিতে হয় ২৫ টাকা ব
প্রতিষ্ঠানে থাকা এতিমদে
অনুদান মেলে অর্ধেকে
অনুদানের টাকা পে
দপ্তরগুলোতে দিতে হয় উ
উৎকোচের মাধ্যমেই এ
দেখিয়ে নগদ অর্থ, ত্রাণে
সামগ্রী আত্মসাৎ করে থা
রয়েছে। অনিয়মগুলো
...দের প্রভাবে
...নু সমাজসেব
...পরিচালক আ.
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (
জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের
বিষয়গুলো বন্ধ করতে ই
নেয়া শুরু হয়েছে বলে জা
মূলত মাদ্রাসা স
বোর্ডিংগুলোকেই এতিমখা
দেয়া হয়। সরকারি বিধি
ভূমি এবং ঘর থাকা প্রয়ো
জন্য আর যেসব শিশু পি
১৮ বছরের নিচে তারাই
হবে। এতিমখানা রেজিস্ট্রে
রুমভবন, পরিচালনা কমি
জন্য শিক্ষক এবং পাচকের
দুর রেজিস্ট্রেশন করা গেলে
মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি মা
খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা ও
৪০০ টাকা করে বরাদ্দ পাও
দপ্তর থেকে জানা গেছে,
...নিয়ে একটি এতিম
হয়। এতিমের সংখ্যা যে পরি
অর্ধেকের জন্য সরকার থেকে

স্বরূপক

প্রতিনিধি, স্বরূপকাঠি

পিরোজপুর সড়ক ও জন
নির্মাণাধীন স্বরূপকাঠি-নাজির
উত্তর শরফা-ভরতকাঠি অ
কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে
... ঠিকাদাররা। কাজ
ফেলা ... শুরু করে
... ... চুরির মতো